ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বাবাকে নিয়ে আবেগঘন কথা জানালেন আলিয়া — পৃঃ ৫

বিশ্বকাপে গুরুদায়িত্ব পেলেন শচীন টেন্ডুলকার — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৭৭ ● কলকাতা ● ২০ আশ্বিন, ১৪৩০ ● রবিবার ● ০৮ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কলকাতায় এসে চ্যালেঞ্জ সাধ্বীর, 'রাজভবনের সামনে আসুন', পালটা অভিষেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যেখানে বলবেন দেখা করব।' দিল্লি পর্বের পর এবার কলকাতায় এসে তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি । তাঁর দাবি, দিল্লিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সদিচ্ছা ছিল না তৃণমূলের। অভিষেকরা দিল্লি গিয়েছিলেন নাটক করতে, বাংলার মানুষকে বোকা বানাতে।তৃণমূল অবশ্য এদিন সকালেই সাধ্বীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, বাংলায় যখন আসছেন পারলে রাজভবনে এসে বঞ্চিতদের সঙ্গে দেখা করে যান। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেমুখো হননি। উলটে বিজেপি দপ্তরে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে একের পর এক তোপ দাগলেন। পালটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলছেন, 'বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বসে আমাদের প্রতিনিধিদের ডাকছেন। এটাই ওদের জমিদারি। এই জমিদারিই আমরা শেষ করতে চায়। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, মাত্র আড়াই মিনিট দূরে রাজভবন। এসে দেখা করে যান।'তৃণমূলের দিল্লি অভিযান নিয়ে মঙ্গলবার রাতে রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গিয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সদর দপ্তর কৃষি ভবনে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা মন্ত্রকের ভিতরে বসে থেকেও মন্ত্রীর দেখা পাননি তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

১০০ দিনের কাজ নিয়ে এবার কেন্দ্রকে তোপ কংগ্রেসেরও, তৃণমূলের পাশে থাকার বার্তা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১০০ দিনের কাজে বাংলার বঞ্চনা নিয়ে রীতিমতো রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে এরাজ্যের শাসকদল। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসেছেন খোদ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়ে মনরেগা প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধল কংগ্রেসও।যে সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ১০০ দিনের কাজে বঞ্চনার প্রতিবাদে আন্দোলন করছে, ঠিক সেই সময় ১০০ দিনের কাজ নিয়েই কেন্দ্রকে যেভাবে খোঁচা দিল এআইসিসি , সেটা বেশ তাতপর্যপূর্ণ। প্রতিবাদের ধরন বা বিষয় না হলেও তৃণমূলের ইস্যু ধরে কংগ্রেসের এই টুইট তৃণমূলের উদ্দেশে বার্তাও হতে পারে?আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রচার করছে, পূর্ববর্তী মনোমোহন সিং সরকারের তুলনায় মোদি সরকার আমলে ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ অনেকটাই বেড়েছে। অর্থাত গ্রামাঞ্চলে রোজগার পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মোদি সরকার মনোমোহন সরকারের থেকে সফল। কিন্তু বিরোধীদের দাবি, করোনা পরবর্তী সময়ে দেশের গ্রামীণ এলাকায় রোজগার সংকুচিত। মানুষ কাজ পাচ্ছে না। যার ফলশ্রুতিতে গ্রামাঞ্চলে ১০০ দিনের কাজের চাহিদা বাড়ছে।

বস্তুত, কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যানকেই হাতিয়ার করছে কংগ্রেস। দলের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে এদিন প্রশ্ন তোলা হয়েছে,'৪ বছরে একশো দিনের কাজের চাহিদা বেড়েছে ৩০ শতাংশ। এতেই বোঝা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গ্রামীণ ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি কতটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

অভিষেকের পাল্টা এক লক্ষ 'বঞ্চিতের' সমাবেশ, ঘোষণা শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূলের 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' অভিযোগের পাল্টা জবাব দিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির পর ময়দানে নামতে চলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার জ্যোতির পাশে বসেই তিনি জানিয়ে দিলেন, রাজ্যের বহু মানুষ কেন্দ্রীয় সুবিধা পাওয়ার 'যোগ্য' হলেও পাননি। পুজোর পর এ রকমই প্রায় এক লক্ষ মানুষকে কলকাতায় নিয়ে আসবেন তিনি।জ্যোতি যে দাবিই করুন না কেন, রাজ্য বিজেপি বুঝেছে, এই রাজনৈতিক যুদ্ধ জিইয়ে রাখলেই তৃণমূলের 'লাভ'। আর সেটাই তারা করে চলেছে। দিল্লিতে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পর কলকাতায় রাজভবনের বাইরে ধর্না শুরু করেছেন অভিষেক। দাবি, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি রাজ্যপালকে রাজ্যের মানুষের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি জমা না-দেওয়া পর্যন্ত চলবে ধর্না। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলকে পাল্টা জবাব দিতেই পুজোর পর মাঠে নামতে চান শুভেন্দু। এ ক্ষেত্রে রাজ্যের 'বঞ্চনা'কেই হাতিয়ার করতে চান তিনি।

তাঁরা জানাবেন নিজেদের ক্ষোভ। শুভেন্দু এ-ও জানিয়েছেন, তিনি চান, ওই মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সম্মতি দিয়েছেন জ্যোতি।

শুভেন্দুর অভিযোগ, রাজ্যে এক লক্ষ ভুয়ো জব কার্ড হোল্ডার রয়েছে। সেই জব কার্ড দেখিয়ে ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রের বরাদ্দের টাকা

এরপর ৩ পাতায়

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

Contact : 9732531171

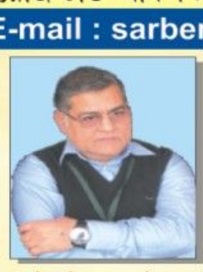

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি.ডি. সার্কেল-এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন-নূর মিশন-এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় (মিশন অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT-2024 পরীক্ষার অয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২২ অক্টোবর ২০২৩
পরীক্ষার তারিখ : ২৯ অক্টোবর ২০২৩, রবিবার দুপুর ১২টা
পরীক্ষার ফলাফলের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০২৩
কাউন্সিলিং-এর তারিখ : ৮, ৯ ও ১০ নভেম্বর ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল - ২০২৩

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী	২৮	১২	১৬	—	৪৫২ (৯০.৪%)
	ছাত্র	২৬	০৬	২০	—	৩৯৬ (৭৯.২%)
	সর্বমোট	৫৪	১৮	৩৬	—	

পরীক্ষা কেন্দ্র

- **সরবেড়িয়া আন নূর মিশন** (বালক বিভাগ) সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা, ফোন : ৯৫৬৪০১১৯০৬
- **হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন** হরনগর, থানা-নাকাশিপাড়া, নদীয়া ফোন : ৯৬৪১৭৩৯০৯০/৯১৫৩৯৩২৯০৬
- **রোজ হ্যাভেন্স স্কুল** দঃ মাখালদলা (গাজী বাবার মাজার) ঘুটিয়ারী শরীফ, জীবনতলা, দঃ ২৪ পঃ ফোন : ৭০২৯৫৯২৯৫৪
- **ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী** পঃ মানিকতলা, গোকর্নী, মগরহাট, দঃ ২৪ পঃ ফোন : ৯৯৩২৭৫৫১৫২/৯৬০৯১১৭১১৫
- **মানিকহার এস.এস. হাই স্কুল** গ্রাম ও পোঃ - মানিকহার, মুর্শিদাবাদ ফোন : ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

- **সরবেড়িয়া আন নূর মিশন** সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পঃ ফোন : ৯৫৬৪০১১৯০৬
- **আদর্শ শিশু নিকেতন** ভাঙনখালি, বাসন্তী ফোন : ৮১৪৫২৫০০৮০
- **আরফান আলি বিশ্বাস** দেবগ্রাম, নদীয়া ফোন : ৯১৫৩৯৩২৯০৬
- **ভারত মেডিকেল হল** সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পঃ ফোন : ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
- **মামনি সুইটস** বারুইপুর, দঃ ২৪ পঃ ফোন : ৮৪৩৬৪৫৭১০১
- **হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন** হরনগর, নদীয়া ফোন : ৮৪৩৬৪৫৭১০১
- **রোজ হ্যাভেন্স স্কুল** দঃ মাখালতলা, ঘুটিয়ারী ফোন : ৭০২৯৫৯২৯৫৪
- **ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী** পঃ মানিকতলা, মগরাহাট ফোন : ৯৯৩২৭৫৫১৫২
- **মানিকহার এস.এস.হাইস্কুল** মানিকহার, মুর্শিদাবাদ ফোন : ৯৯৩৩৯৮৮৮৬৮

আবাসিক শিক্ষক চাই

- পদার্থবিদ্যা
- রসায়নবিদ্যা
- জীববিদ্যা
- গণিত

সত্বর Resume mail করুন

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

- ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।
- আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কাঁকসায় নাবালিকাকে গণধর্ষণ,

থানায় বিক্ষোভ আদিবাসীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে গিয়েছিল আদিবাসী নাবালিকা। সেখানেই গণধর্ষণের শিকার হয় সে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে কাঁকসা থানার সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে আদিবাসী সম্প্রদায়। বাম সমর্থিত আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসির কাছে দোষীদের শাস্তির দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।নির্যাতিতার বাবা কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার দিন রাতে কাঁকসা থানার পুলিশ এক নাবালক সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার মহকুমা আদালতে তিন যুবককে এবং নাবালককে আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করে। ধৃত নাবালককে মহকুমা আদালতের বিচারক হোমে পাঠায় এবং ধৃত তিন জনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।আদিবাসী সংগঠনের হুঁশিয়ারি, ভবিষ্যতে আদিবাসী মহিলাদের উপর কোনওরকম নির্যাতন হলে বা ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটলে প্রশাসন যদি ব্যবস্থা না নেয়, তবে নিজেরাই আইন হাতে তুলে নেবে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কাঁকসার কুলডিহার আদিবাসী পাড়ার দুই নাবালিকা কাঠ কুড়াতে গিয়েছিল জঙ্গলে। বিকেলে বাড়ি ফিরে আসার সময় এলাকার চার যুবক দুই নাবালিকার পথ আটকায়। তখন এক নাবালিকা কোনওক্রমে ছুটে পালাতে সক্ষম হলেও আর একজন পারেনি। তখন তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। বিবস্ত্র অবস্থায় তাকে জঙ্গলে ফেলে পালায় অভিযুক্তরা। নাবালিকার বান্ধবী নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে ঘটনাটি জানায়। তখন ওই নাবালিকার বাবা জঙ্গলে গিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করেন। তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ইডির জিজ্ঞাসাবাদে প্রভাবশালী মন্ত্রীর নাম প্রাক্তন পুরপ্রধানের গলায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার কিছুদিন আগেই রাজ্যের একাধিক জায়গায় একযোগে হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দক্ষিণ দমদম পুরসভাতেও গিয়েছিলেন ইডির অফিসাররা। ইডির অভিযান চলাকালীন পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়কে প্রায় ১৪ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারী অফিসাররা।উল্লেখ্য, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্ত চলাকালীন গ্রেফতার হয়েছিল অয়ন শীল। সেই অয়ন শীলের গ্রেফতারির পরই পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টিও নজরে আসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। প্রাক্তন চেয়ারম্যান জানাচ্ছেন, পুরসভার বোর্ড অব কাউন্সিলর্সই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অয়ন শীলের সংস্থাকে নিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়ার। সেক্ষেত্রে কাউন্সিলরদের বোর্ডের বৈঠকে ওই সংস্থাকে দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালানোর প্রস্তাব কে দিয়েছিলেন? যদিও এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানাতে পারেননি পাঁচু রায়। তাঁর বক্তব্য, প্রস্তাব কে দিয়েছিলেন তা তাঁর মনে নেই। তবে তিনি সেই প্রস্তাবক ছিলেন না।সেখান থেকেই উঠে এসেছে এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর নাম। পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়ের থেকে এবার ইডির গোয়েন্দা পেয়ে গিয়েছেন প্রভাবশালী মন্ত্রীর নাম। ইডির ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষে পাঁচু রায় টিভি নাইন বাংলার ক্যামেরা যায় জানিয়েছেন, তাতে দুর্নীতি সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরেই ওই নাম উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ইডির অভিযান শুধু পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতেই নয়, পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের বাড়িতেও গিয়েছিলেন তদন্তকারী অফিসাররা। সেই নিতাই দত্তকে প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায় চেনেন কি না, সেই বিষয়ে জানতে চাইছিলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসাররা। সেই সূত্র ধরেই ওই প্রভাবশালী মন্ত্রীর নাম মুখে আনতেই হয় বলে জানাচ্ছেন পাঁচু রায়।

স্ত্রীর পর হাজিরা এড়ালেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই

স্ত্রীর পর হাজিরা এড়ালেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে মায়ের পরে এবার ইডির হাজিরা এড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শনিবার তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলেছিল ইডি। কিন্তু 'অনিবার্য কারণে' এদিন হাজিরা দেননি তিনি। তার বদলে আইনজীবীকে দিয়ে ইডিকে নথি পাঠিয়েছেন তিনি।আগামী ১০ অক্টোবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছিল ইডি। শুক্রবার অভিষেকের এক আবেদনের প্রেক্ষিতে সেই হাজিরা থেকে তাঁকে রেহাই দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, ওই দিন শুধুমাত্র ইডির চেয়ে পাঠানো নথি জমা দিতে হবে অভিষেককে। এমনকী পুজোর মধ্যে অভিষেককে তলব করা যাবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে আদালত। যদিও ইডিকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। তবে আদালতের নির্দেশেই পুজো পর্যন্ত অভিষেকের আর ইডি হাজিরার কোনও সম্ভাবনা রইল না।নিয়োগ দুর্নীতিতে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার যোগ খুঁজতে গত সপ্তাহে সংস্থার ২ ডিরেক্টর অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছিলেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু গতকাল হাজিরা দেননি তিনি। বদলে প্রায় ১০০০ পাতার নথি পাঠিয়েছেন ইডি দফতরে। শনিবার স্ত্রীর পথে হেঁটে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির হাজিরা এড়ালেন অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সূত্রের খবর, আইনজীবী মারফত ইডিকে প্রায় ১২০০ পাতার নথি পাঠিয়েছেন তিনি।

খলিস্তানি হুমকি উপেক্ষা পড়ুয়ার!

মাটি থেকে তুলে নিলেন জাতীয় পতাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খলিস্তানি তাণ্ডবের মুখে একক প্রতিরোধের সাক্ষী হল লন্ডন। সৌজন্যে, 'লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স'-এর ভারতীয় পড়ুয়া সত্যম সুরানা। ব্রিটেনের রাজধানী শহরে খলিস্তানি বিক্ষোভকারীদের জমায়েতের সামনেই অকুতোভয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উঁচিয়ে ধরলেন তিনি। দিলেন ভারতের নামে জয়ধ্বনিও।কানাডার মাটিতে খলিস্তানপন্থী জঙ্গিনেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জরের খুনের ঘটনা এবং সে জন্য ভারতকে দায়ী করে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বৈঠক নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ব্রিটেনেও। সোমবার লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের সামনে জড়ো হয়ে কয়েকশো শিখ বিক্ষোভকারী নিজ্জর হত্যার বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। পাশাপাশি, স্বাধীন এবং সার্বভৌম খলিস্তানের দাবি তোলেন তাঁরা।

ওই ঘটনার সময় ভারতীয় হাই কমিশনের কাছে উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ ভারতের জাতীয় পতাকা মাটিতে ফেলে দেয় খলিস্তানপন্থী বিক্ষোভকারীরা। সে সময় মারমুখী খলিস্তানিদের সামনেই সাহস করে এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে জাতীয় পতাকা তুলে নেন সত্যম। ধীর ভাবে দু'হাতে তুলে ধরেন তেরঙা।

আজ কৃষ্ণানবমী, প্রথা মেনে

ঐতিহ্যমন্ডিত দেবী বুড়িমাদুর্গার বোধন হল.সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দিরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ কৃষ্ণানবমী, প্রথা মেনে ঐতিহ্যমন্ডিত দেবী বুড়িমাদুর্গার বোধন হল...... সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দিরে..... শ্রীরামপুর থানার পাশে, হুগলি।এদিকে রীতি অনুযায়ী দেবীপক্ষের আগেই আজ থেকে সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দির শ্রীরামপুরে পরমানন্দ গিরির অনুপ্রেরণ দুর্গাপুজো শুরু হল। প্রথা অনুযায়ী কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে অর্থাৎ শুরু হল দুর্গাপুজো । সেই পুজো চলবে বিজয়া দশমী পর্যন্ত। এই প্রথা প্রায় চারশো বছর ধরে চলে আসছে বলে জানা গিয়েছে। এখানে দেবী হল মা সিদ্ধেশ্বর। পরমানন্দ গিরির সিদ্ধেশ্বরী মন্দির থেকে প্রাচীন একটি খড়গকে নিয়ে এসে পুজো শুরু হবে। এখানে অস্ত্র পুজোর বেদ পাটের মাধ্যমে দেবী দুর্গার পুজো শুরু হয়।ঢাকের বাদ্যি, কাঁসরের ঘণ্টা, উলুর ধ্বনি, শঙ্খের আওয়াজে চারিদিন একেবারে মুখরিত, চঞ্চল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ঝলঝকে এক সকাল দিয়ে পুজো হয়েছে শুরু। শাস্ত্রমতে আজকের দিনেই দেবী দুর্গা কৈলাশের যাত্রা শেষ করে সপরিবারে মর্তে আগমন করেন। আর সেই আগমনী মায়ের আরাধনায় আরধ্যা দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন পরামানন্দ গিরি দীর্ঘ বছর তাকে পুজো করে আসছেন বড়মা হিসাবে। তাই বলতে চাই নবরাত্রিতে দেবীর নয় রূপের আরাধনা করা হয়। ষষ্ঠ দিনে কাত্যায়ণী রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট ও ভয়কে দূর করার আশীর্বাদ প্রদান করেন। জীবনের সমস্ত সমস্যা দূর করতে ও সংসার সুখে সমৃদ্ধশালী করতে কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত। তারমধ্যে সন্তানের মঙ্গলকামনায় এদিন বাড়ির সব মহিলা ও মায়েরা দুর্গাষষ্ঠী পালন করেন।

১-ম পাতার পর

অভিষেকের পাল্টা এক লক্ষ 'বঞ্চিতের' সমাবেশ, ঘোষণা শুভেন্দুর

নয়ছয় হয়েছে। এ নিয়ে দিল্লিতে জ্যোতির দফতরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন শুভেন্দু। এ বার কলকাতায় সেই জ্যোতির পাশে বসে আবারও একই অভিযোগ তুললেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেছেন, তখন সেক্টর ফাইভে বিজেপির দফতরে বসে শুভেন্দু জানালেন, বহু মানুষ কেন্দ্রীয় সুবিধা পাওয়ার অধিকার থাকলেও তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। পরিবর্তে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, চাকরিপ্রাপ্তদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকায় বাড়ি পাইয়ে দিয়েছে তৃণমূল। যাঁরা 'বঞ্চিত' হয়েছেন, পুজোর পর তাঁদের কলকাতায় এনে জমায়েত করতে চান। এ বিষয়ে যে দলের সঙ্গে শুভেন্দু আলোচনা করেননি, তা-ও তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট। শনিবার জ্যোতির এক পাশে ছিলেন শুভেন্দু। অন্য পাশে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। নিজের এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আমি তাঁকে (সুকান্ত) বলব এটা নিয়ে ভাবতে।" এর পরেই তিনি বলেন, "আমি চাইব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।" জ্যোতি তাতে সম্মতি দেন। তিনি বলেন, "আমি ঝাঁসির রানির দেশের মেয়ে। আমি পালিয়ে যাওয়ার পাত্রী নই।"বিজেপি ক্রমেই বুঝতে পারছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র বিষয়টি ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। তৃণমূল যে ভাবে প্রচারে নেমেছে এই নিয়ে, তার প্রভাব ভোটব্যাঙ্কেও পড়তে পারে। এখন এটা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য, দুই সরকারের মধ্যে আলোচনার বিষয় হিসাবে সীমাবদ্ধ নয়। বরং কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসকদলের রাজনৈতিক যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এই রাজনৈতিক যুদ্ধের জবাব দিতেই কলকাতায় এসেছেন জ্যোতি। দিল্লিতে তিনি তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগ অস্বীকার করে শনিবার তিনি এ-ও জানান, কলকাতায় যেখানে খুশি তিনি বসে তৃণমূলের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তাঁর কথায়, "আমি সব তথ্য নিয়ে এসেছি। কলকাতার যেখানে খুশি বসে তৃণমূলের সঙ্গে কথা বলতে পারি। দরকারে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরেও বৈঠক হতে পারে। কিন্তু তৃণমূল বসবে না। ওরা কথা বলতে চায় না। ওরা নাটক চালিয়ে যেতে চায়।" সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করেন, গত মঙ্গলবার কৃষি ভবন থেকে তিনি পালিয়ে যাননি। তৃণমূলের জন্য আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তৃণমূল কথাই বলতে চায়নি। বদলে নাটক করেছে।

১-ম পাতার পর

কলকাতায় এসে চ্যালেঞ্জ সাধ্বীর, 'রাজভবনের সামনে আসুন', পালটা অভিষেকের

প্রতিনিধিরা। পরে দিল্লি পুলিশ জোর করে তাঁদের মন্ত্রক থেকে বের করে দেয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেখা না করে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে।

যার জবাব এবার বাংলায় এসে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। শনিবার কলকাতায় এসে সাধ্বী বললেন, 'ওদের আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাই ছিল না। ওরা 'তামাশা' করতে গিয়েছিল। ওরা শুরুতে জানতে চেয়েছিল, কতজন দেখা করতে পারেন? আমি বললাম ৫ জন আসুন। ওরা বলল, ১০ জন আসব। আমি বললাম, তাই আসুন। কিন্তু এর পর ওরা বলে, আমরা সাধারণ জনগণকে সঙ্গে আনব। আমি বলেছিলাম, সরকার যেহেতু অভিযোগ করছে, তাই সরকারি স্তরে কথা হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমি পরে আলাদা করে কথা বলে নেব। ওরা আসলে তৃণমূলের কর্মী। সাধারণ মানুষ নয়। তা সত্ত্বেও ওরা কেউ দেখা করতে আসেনি।'

রীতিমতো পরিসংখ্যান দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করলেন, বাংলার মানুষের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করার যে অভিযোগ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূল তুলছে, সেটা সত্য নয়। তাঁর দাবি, ৯ বছরে ১০০ দিনের কাজে মনমোহন সিং সরকার যেখানে মাত্র ১৪,৪০০ কোটি টাকা বাংলাকে দিয়েছে, সেখানে ৯ বছরে মোদি সরকার দিয়েছে ৫৪ হাজার কোটি। আবাস যোজনায় ৯ বছরে ৪ হাজার ৪১৪ কোটি টাকা দিয়েছিল মনমোহন সরকার। মোদি সরকার দিয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। তাহলে বিমাতৃসুলভ আচরণ কী করে হল।' এই পরিসংখ্যান তুলে ধরার পরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চ্যালেঞ্জ করলেন,'আমি পরিসংখ্যান নিয়েই বাংলায় এসেছি। যেখানে বলবেন দেখা করতে রাজি আছি।'

১৯তম এশিয়ান গেমস-এ ভারতীয় খেলোয়াড়দের

১০০টি পদক জয়ের সাফল্যে তাঁদের অভিনন্দিত করলেন শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : চিনে ১৯তম এশিয়ান গেমস-এ ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা ১০০টি পদক জয়ের মাইলফলক স্পর্শ করায় তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি সকল খেলোয়াড়কে জানাই আমার হৃদ্য অভিনন্দন। ভবিষ্যতের খেলোয়াড়দের কাছে তাঁরা এইভাবেই এক অনুপ্রেরণার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

শ্রী ঠাকুর আরও বলেছেন যে এশিয়ান গেমস-এ ৭২ বছরের ইতিহাসে আমাদের খেলোয়াড়রা এবারেই অতীতের সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন এশিয়াবাসীর জন্য। অ্যাথলেটিক্সে ২৯টি পদক এবং শ্যুটিং-এ ২২টি পদক লাভের ঘটনা নিঃসন্দেহে এক নতুন রেকর্ড। শ্রী ঠাকুর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে খেলোয়াড়দের জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটানো হয়েছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের শ্রম ও সঙ্কল্প ভারতের এই ১০০ পদক জয়ের সাফল্যকে নিশ্চিত করে তুলেছে। এশিয়ান গেমস-এর বিভিন্ন বিভাগে ইতিহাস রচনার জন্য সকল ক্রীড়াবিদদের জানাই আমার অভিবাদন।

এশিয়ান গেমস-এ ভারতীয় হকি দল বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে বলেও মন্তব্য করেন শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেন যে তাঁদের সাফল্য ভবিষ্যতের টুর্নামেন্টগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীওখেলোগে তো খিলোগ্গে এই শ্লোগানটির মাধ্যমে খেলাধূলা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পরিসরে এক বিশেষ পরিবর্তন সম্ভব করে তুলেছেন। যে ধরনের সুযোগ-সুবিধার তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তা আগামীদিনে দেশকে যে সাফল্য এনে দিতে পারে, এশিয়ান গেমস-এর এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

এশিয়ান গেমস-এ ভারতীয় মহিলা কবাডি দলের

ঐতিহাসিক স্বর্ণ পদক জয়ের ঘটনায় তাঁর খুশির কথা ব্যক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : এশিয়ান গেমস-এ মহিলাদের কবাডি বিভাগে ভারতীয় দলের সাফল্য এবং ঐতিহাসিক স্বর্ণ পদক জয়ের ঘটনায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এজন্য মহিলা কবাডি প্রতিনিধিদলকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন তিনি।

সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"এশিয়ান গেমস-এ ভারতের পক্ষে এ হল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমাদের মহিলা কবাডি দল স্বর্ণ পদক জয় করেছে! তাঁদের অনবদমিত শক্তি ও ক্ষমতার এক বিশেষ সাক্ষ্য বহন করে এই জয়ের ঘটনা। তাঁদের এই সাফল্যে ভারত আজ গর্বিত। অভিনন্দন জানাই সমগ্র টিমের খেলোয়াড়দের। ভবিষ্যতেও তাঁদের এই ধরনের সাফল্যের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।"

বিজয়ী খেলোয়াড়দের সঙ্গে আগামী ১০ অক্টোবর

এক আলাপচারিতায় মিলিত হবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় খেলোয়াড়রা এশিয়ান গেমস-এ ১০০টি পদক লাভের মাইলফলক স্পর্শ করায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সাফল্যে ভারত যে যথেষ্ট উৎসাহিত ও রোমাঞ্চিত, এই মন্তব্যও করেছেন তিনি। ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে আগামী ১০ অক্টোবর এক বিশেষ আলাপচারিতায় মিলিত হবেন প্রধানমন্ত্রী।

সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেছেন :

"এশিয়াম গেমস-এ ভারতের পক্ষে এ হল এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য!

আমরা ১০০টি পদক জয়ের মাইলফলক স্পর্শ করতে পেরেছি। এই ঘটনায় ভারতবাসী আজ যথেষ্ট রোমাঞ্চিত।

আমাদের এই বিশিষ্ট অ্যাথলিটদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ভারতকে এই ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছে দিয়েছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রতিটি উৎসাহব্যঞ্জক সাফল্য সত্যিই এক ইতিহাস রচনা করেছে এবং আমরা সকলেই এজন্য বিশেষভাবে গর্বিত।

এ মাসের ১০ তারিখে এশিয়ান গেমস-এর সফল প্রতিযোগীদের আহ্বান করে তাঁদের সঙ্গে আমি এক আলাপচারিতায় মিলিত হব।"

হামাস জঙ্গিদের হামলায় বিধ্বস্ত ইজরায়েল!

জখম নেপালের ৭ পড়ুয়া, বন্দি ১৭

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস গাজা থেকে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে মিনিট কুড়ির মধ্যে ছুড়ল ৫ হাজার রকেট! এর পরই জঙ্গি গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইজরায়েল সরকার। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলে অবস্থিত নেপালের দূতাবাস দাবি করল, হামাস জঙ্গিদের হামলায় সেদেশে পড়তে যাওয়া অন্তত ৭ জন নেপালি পড়ুয়া আহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, শনিবার প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে ৫ হাজার রকেট ছোড়ে! এই হামলায় অন্তত ২২ জন ইজরায়েলির মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম অন্তত ৭০ জন। সব মিলিয়ে আহতের সংখ্যা সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি। শনিবার ভোর সাড়ে ৬টা থেকেই রকেট হামলা শুরু হয়ে যায়।

ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আরবভূমির বুকে তৈরি ইহুদি দেশটিকে জন্মলগ্ন থেকেই ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে পড়শি মুসলিম দেশগুলোর। এপর্যন্ত একাধিক যুদ্ধও হয়েছে দুপক্ষের মধ্যে। ফের নতুন করে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের হামলার পরে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল।সবশুদ্ধ ১৭ জনকে বন্দি করেছে জঙ্গিরা!

ইজরায়েলে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত কান্তা রিজালের দাবি, সেদেশের হার্জলিয়ায় ৭ জন নেপালি আহত হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আরও ১০ জনকে বন্দি করে রেখেছে জঙ্গিরা। যেহেতু লড়াই চলছে তাই তাদের সঙ্গে কোনও ধরনের যোগাযোগই করা যায়নি। তবে বন্দিরা হস্টেলেই রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মানিক চন্দ্র বর্মন, পিতা কাত্তিক চন্দ্র বর্মন, গ্রাম + পোষ্ট রামপাড়া, থানা : রেজিনগর, জেলা: মুর্শিদাবাদ নামে আসল দলিল (দলিল নং.: ৯৪১/২০১৫, ADSR শক্তিপুর তারিখ ০২/০৩/২০১৫) হারাইয়া ফেলিয়াছি বিষয়টি জানাইয়া ০৬/১০/২০২৩ তারিখে স্থানীয় থানায় একটি GD(GD No:299) করিয়াছি। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকেন তাহা ফেরত দেবার অনুরোধ করা হইতেছে। এবং বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হওয়ার দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবেন : মানিক চন্দ্র বর্মন, মানিক চন্দ্র বর্মন, পিতা কাত্তিক চন্দ্র বর্মন, গ্রাম + পোষ্ট : রামপাড়া, থানা: রেজিনগর, জেলা: মুর্শিদাবাদ। মোবাইল: +৯১-৯১৫৩০৮২১১৫।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৭৭ সংখ্যা ০৮ অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার ২০ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

নিয়োগ দুর্নীতি সম্পত্তি খতিয়ে দেখতে চায় ইডি

বেআইনি নিয়োগে যাঁদেরই নাম উঠে আসছে, তাঁদের সম্পত্তি খতিয়ে দেখতে চাইছে ইডি।বৃহস্পতিবার যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তাঁদের আবার তলব করা হবে বলেও ইডির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, পুর নিয়োগ দুর্নীতির চাকরির বিক্রির লুটের টাকার একটি মোটা অংশ প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও সরকারি আধিকারিকদের কাছে পৌঁছেছে।পুর নিয়োগ মামলাতেও বৃহস্পতিবার যাঁদের বাড়িতে হানা দিয়েছেন তদন্তকারীরা, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের ব্যাঙ্কের নথি, গয়নার হিসাব নেওয়া হয়েছে। এক জনের স্ত্রীকে নিয়ে তদন্তকারীরা সোজা ব্যাঙ্কেই পৌঁছে যান বলে ইডি সূত্রের খবর। সেই ব্যাঙ্কের লকারে কত গয়না আছে তাও খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার ইডির হানার কেন্দ্রে ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। তিনি মধ্যমগ্রাম পুরসভায় ১০ বছর ধরে চেয়ারম্যানও ছিলেন। শুক্রবার রথীনও বলেন, "ঘরে থাকা সমস্ত নথি, স্ত্রী-মেয়ের গয়না, সে সবের রসিদ, ব্যাঙ্কের বই দেখিয়েছি।" ইডি সূত্রের দাবি, মন্ত্রীর ব্যাঙ্কের লকারে তল্লাশি চালিয়ে মিলেছে বেশ কিছু গয়না, গুরুত্বপূর্ণ নথি।

ইডি সূত্রের দাবি, পুর নিয়োগে প্রায় কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। ফলে অভিযুক্তদের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি (ডিসপ্রপোরশানেট অ্যাসেট বা ডিএ) মামলার আওতায় আনা হতে পারে বলে তদন্তকারীদের একাংশের মত। সেই কারণে, এখন থেকেই টাকা, গয়না ও সম্পত্তির খতিয়ান নিতে শুরু করা হয়েছে।যদিও পুর নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে বেশ কিছুদিন আগে। এত দিন বাদে ইডির এই সক্রিয়তা দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, এর মধ্যে তো তথ্যপ্রমাণ অন্যত্র সরিয়েও ফেলা হতে পারে। তদন্তকারীদের একাংশের মতে, এ ক্ষেত্রে পুর নিয়োগ মামলায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত অয়ন শীলের বয়ান তাদের হাতে অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র। তা ছাড়াও অয়নের বাড়ি ও অন্য পুরসভায় তল্লাশি চালিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি তাদের হাতে এসেছে বলে ইডির দাবি।ইডির আরও দাবি, রথীনের নামও উঠে এসেছে অয়নের বয়ান থেকেই। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চলে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যদিও প্রায় ১৮ ঘণ্টার এই তল্লাশির পরেও শুক্রবার সকালে মন্ত্রীকে পাওয়া গিয়েছে বেশ হাল্কা মেজাজেই। রথীন বলেন, "ওঁরা খারাপ ব্যবহার করেননি। তবে কী করতে যে এলেন, বুঝতেই পারিনি। টানা তিন দশক পুরসভার জনপ্রতিনিধি থাকায় পুরআইন রপ্ত করেছিলাম। ওঁদের বোঝাই, নিয়োগ পদ্ধতিতে চেয়ারম্যানের ভূমিকা ঠিক কী। আইন-সংক্রান্ত একটি বই উপহার দিয়েছি।"ইডির দাবি, ২০১৪-১৮ সাল পর্যন্ত মধ্যমগ্রাম পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে গরমিল মিলেছে। ওই সময়েই চেয়ারম্যান ছিলেন রথীন। রথীন বলেন, "ওঁদের বলি, যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের জেরা করে জানুন, কাকে কত টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। আমার কাছে এসে কী পাবেন! নিয়োগ হয়েছে সংস্থার মাধ্যমে, সরকারি নিয়মে। আমার এবং পরিবারের দু'টো মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ দেখছিল। আমিই বললাম, নিয়ে যান। সময় নিয়ে দেখুন, পরীক্ষা করুন।"

পরমাণু অস্ত্রের তথ্যও ফাঁস করে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প,

সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আমেরিকার গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ আগেও উঠেছে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। তবে এবার সামনে এলে আরও গুরুতর অভিযোগ। পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার সংক্রান্ত তথ্যও নাকি ফাঁস করে ফেলেছেন তিনি। রয়েছে আমেরিকার অনেক স্পর্শকাতর অস্ত্রের তথ্যও। এর আগেই অভিযোগ উঠেছিল, পরমাণু গবেষণা সংক্রান্ত ১০০ টি নথি নিজের বাড়িতেই নাকি রেখে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফ্লোরিডার বাড়িতে সে সব নথি রাখা আছে বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁর এক সহকারী জানিয়েছিলেন, ফ্লোরিডার বাড়ির ৬টি জায়গায় ওই সব নথি লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিলেন তিনিই। এর ফলে দেশের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।কী আছে সেই তথ্যের মধ্যে? মার্কিন যুদ্ধজাহাজ কোন অস্ত্র বহন করতে পারে, রুশ যুদ্ধজাহাজের কতটা কাছাকাছি যাওয়া যেতে পারে, এ সব তথ্যই নাকি সামনে এসে গিয়েছে। ওই অস্ট্রেলিয়ান বিলিয়নেয়ার সেই সব তথয় বন্ধুদের দিয়ে দিয়েছেন, এমন অভিযোগও সামনে এসেছে।মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ ও নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের অ্যান্টনি প্র্যাটের কাছে মার্কিন নৌবাহিনীর তথ্য ট্রাম্প ফাঁস করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বেশ কিছু তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন ট্রাম্প। আগেও এই ইস্যুতে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে তাঁকে। তবে এবার সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, এই অভিযোগ মিথ্যা। তাঁর দাবি, তিনি ওই ব্যক্তিকে শুধু জানিয়েছিলেন যে আমেরিকাই সেরা অস্ত্র তৈরি করতে পারে।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

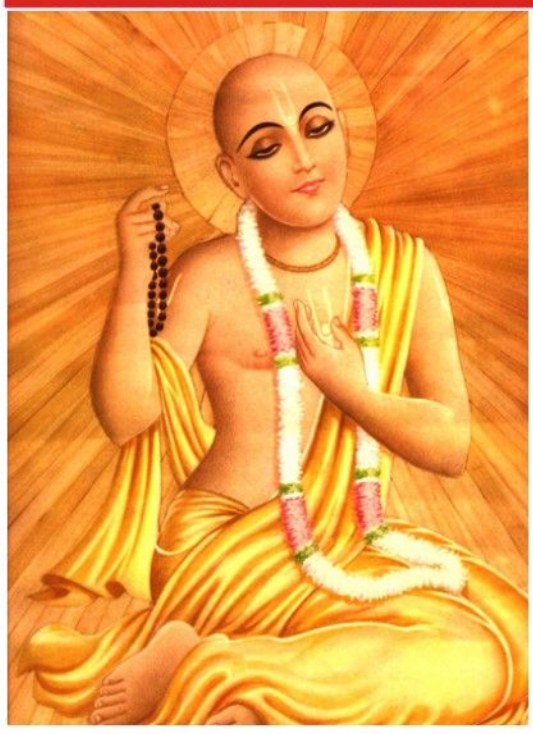

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শাস্ত্র মতে ভগবানের আবির্ভাব স্থানকে যোগপীঠ বলা হয়। সুতরাং নরহরি চক্রবর্তীর মতে, মায়াপুরই(প্রাচীন) শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থান।" ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা বৈষ্ণব ও পন্ডিত সমাজের বিশেষ অনুমোদিত।প্রাচীন নবদ্বীপ এর অন্তর্গত মায়াপুর পল্লীই যে শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থান সেই সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

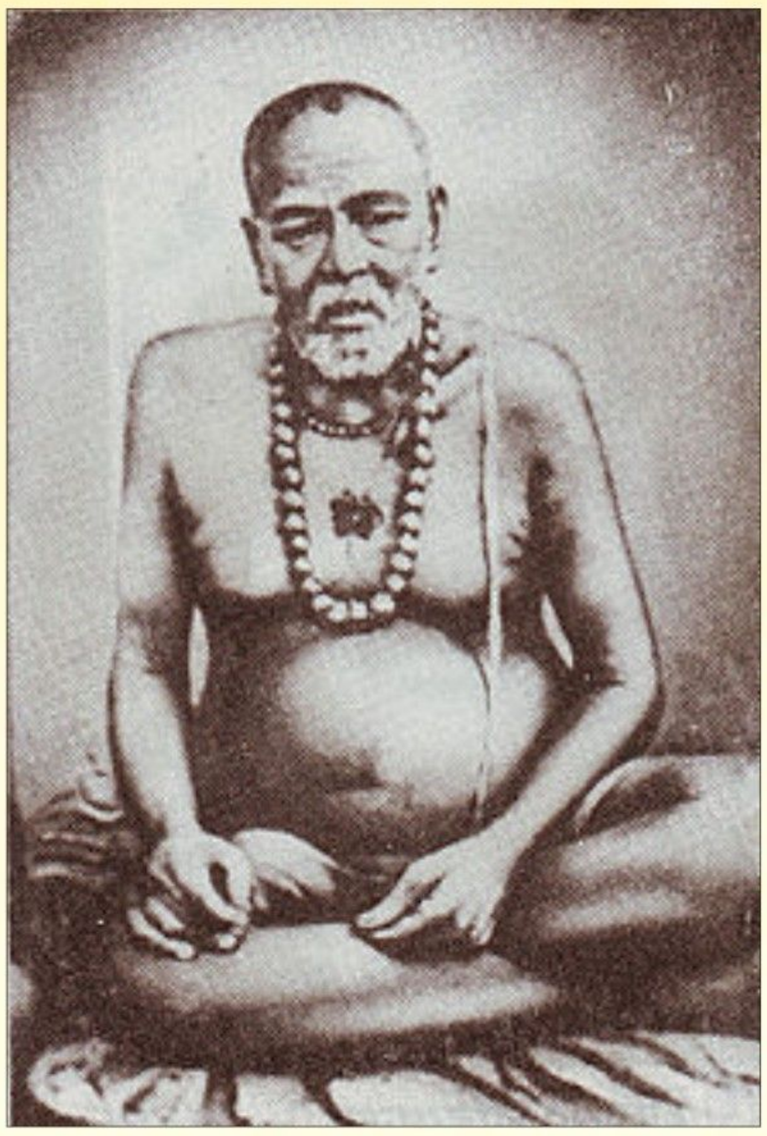

(আদিপর্ব ১৭৪.৩৮) অনুসারে ভীম এবং সহদেব পুলিন্দ (গ্রীকদের) জয় করেছিল কেননা তার ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে বর্তমান ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির ব্যবহারটাও অপরিসীম।বর্তমান 'নরওয়ে' দেশটির নাম সংস্কৃত শব্দ 'নরক' থেকে এসেছে। 'সোভিয়াত' এসেছে 'শ্বেত' থেকে। 'রাশিয়া' 'ঋষি' থেকে এসেছে, এভাবে সাইবেরিয়া শব্দটিও সংস্কৃত থেকে আগত। 'স্যান্দিনাভিয়া' 'স্কন্দ' থেকে এসেছে। যিনি দেবতাদের প্রধান কমান্ডার হিসেবে ছিলেন।(Viking এবং king) শব্দ দুটি এসেছে সিংহ থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে যে বৈদিক সংস্কৃতির বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ ইউরোপ জুড়ে আবিষ্কৃত কৃষ্ণ, শিব, সূর্যদেব সহ আরও বিভিন্ন মূর্তি। একসময় দেবতা এবং অসুরদের সঙ্গে প্রায় বার বার যুদ্ধ হয়েছিল। পরে ককেশাসের পূর্বদিক দেবতাদের এবং পশ্চিম দিক অসুরদের দেয়। কিছু অসুর সেখানে অবস্থান করেছিল।ময়দানব তখন অসুরদের রাজ ছিলেন। তার স্থায়ী বসতি ছিল আলাতল লোক (ভূমন্ডলের ১০,৮৮,০০০ কি.মি. দক্ষিনে) যেখানে ফ্লায়িং সসার নির্মিত হয়। ময়দানবের অনুসায়ী মগরা তাদের সেই বসতির স্থানকে 'অমরক' (Amaraka) নামে ডাকত। কেননা অসুরেরা প্রয়ই মনে করে মৃত্যু তাদের কিছুই করতে পারবে না। তাই তারা তাদের মাতৃভূমিকে স্বর্গ মনে করত। আর এজন্যই এই নাম পরবর্তীতে আমেরিগো ভেসপুচ্চি (Amerigo vespucci) এটিকে বর্তমানে আমেরিকা নামে পুনস্থাপন করে। তেমনি ভারতবর্ষের মানচিত্র একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাসে

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের কাছে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নগরী তারাপীঠ" আলোচনায় আমরা।এই শহরের তান্ত্রিক দেবী মা তারা আর মন্দির সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।এই মন্দির শাক্তধর্মের পবিত্র একান্ন সতীপীঠের অন্যতম।ঐতিহ্য ও আরাধনার সাথে যুক্ত সেই মন্দির। কিন্তু প্রশ্ন হল এই পীঠের অবস্থান কোথায়?তারাপীঠ বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানার অধীনস্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ছোট গ্রাম। প্লাবন সমভূমিরে সবুজ ধানক্ষেত্রের মধ্যে এই তীর্থস্থানটি অবস্থিত।পূর্বে তারাপীঠ বাংলার সাধারণ মাটির বাড়ি আর মেছোপুকুরে ভরা গ্রামের মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু এর প্রসিদ্ধি মাতৃভক্ত ব্যামাক্ষেপা অর্থাৎ বামদেবের এক নামে তারাপীঠকে চেনা যায়। তারাপীঠের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সাধক হলেন বামাক্ষ্যপা (১৮৪৩ - ১৯১১)। তবে পৌরাণিক ইতিহাসের, লোকশ্রুতি বলে দক্ষের যজ্ঞে সতীর প্রাণ বিসর্জনের পর শিবের উন্মাদনা আর বিষ্ণুর সুদর্শণ চক্রের যখন সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, ঠিক সেই মুহুর্তে সতীর তৃতীয় নয়ন এই তারাপীঠে পড়ে। ঋষি বশিষ্ঠ এইটি প্রথম দেখেন এবং সতীকে তারা রূপে পূজো করতে থাকেন। কিন্তু তিনি প্রচারের অন্তরালে থেকে গেছেন চিরকাল, তবু পীঠের বৈশিষ্ঠ্য তাঁকে ছেড়ে নয়, এখানেই তাঁর সাধক বৈশিষ্য বিরাজমান।এই পীঠের বৈশিষ্ঠ্য হল এখানে সাধনা করলে জ্ঞান, আনন্দ ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কিংবদন্তী বলে প্রথম যখন বশিষ্ঠ দেব এই তারা মায়ের পূজা করতে থাকেন, তখন তিনি অসফল হন। আর তিব্বতে গিয়ে বিষ্ণু অবতার বুদ্ধের কাছে পরামর্শ নেন। বুদ্ধদেব স্বপনাদেশে জানতে পারেন, তারা সিদ্ধ স্থান হল তারাপীঠ, এবং বুদ্ধদেব বাম মার্গের মদ্যমাংসাদি পঞ্চমাকার সহ তারাদেবীর পূজো করতে নির্দেশ দেন। বুদ্ধদেবের নির্দেশে বশিষ্ঠ বেদ ৩ লক্ষ বার জপ করলে তারামা সন্তুষ্ট হন।বুদ্ধ যে শিশুশিবকে স্তনপানরত অবস্থায় দেখেছিলেন, সেই রূপ দেখাতে, বশিষ্ট দেব মা কে প্রার্থনা করেন, মা প্রীত হন এবং সেই রূপই প্রস্তর অবয়বে রূপান্তরিত হয়।

ইতিহাসের পাতা বলে রসায়ানাচার্য নাগার্জুন তিব্বত থেকে বৌদ্ধ দেবী তারা সাধনপদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন।পালযুগেই এই ধর্ম বিকাশ পায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দেবী হিন্দু ধর্মের উত্থানে হিন্দু দেবীতে পরিণত হয়।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের কাশ্যপ গোত্র কাশ্যপ মুনির বংশধর ছিলেন বামদেব ছিলেন উনিশ শতকের অপার প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক।তন্ত্রের মননে আজ তিনি ঐ শতকের বার্তা। অল্প বয়সেই তাঁর গৃহত্যাগ এবং কৈলাসপতি বাবার হাত ধরেই তন্ত্রের হাতে খড়ি। বামদেব তারামায়ের একান্ত একনিষ্ট ভক্ত। তারাপীঠের নিকটবর্তী মল্ল রাজাদের মন্দিরময় গ্রাম মালুটি তাঁর সাধন ক্ষেত্র।তারাপীঠের মায়ের সন্তান তিনি। এখন প্রশ্ন হল হলঃ- মায়ের প্রতি এই সন্তান কিভাবে এক হয়েছিলেন। মাটির পুতুল নাকি কথা বলে, এমন কথা বাবার কাছে প্রথম তিনি শোনেন। আর তাকেই তিনি সত্য বলে মেনে নেন। বারে বারে মায়ের কাছে আছড়ে পড়েন তিনি। কিন্তু যখন সাধকের সাধনা নিত্য ছেড়ে সেই চরণে নিয়োজিত হয়, তখন মনে হয় সাধ্য সাধনা সমগ্র বাধাবিঘ্ন পরিত্যাগ করতে পারে, এখানেও তাই। ঈশ্বর ভক্তের আকুতি নেন, ভালোবাসা নেন, আর কিছু নাই। তাই বাংলায় বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন, আর সেই খোঁজে মায়ের সাথে তার সক্ষতা।তারপর ধীরে ধীরে সাধনার গ্রুহ্য তত্ত্ব তিনি জানতে পারেন। একবার রাগ করে কাশীর মা অন্নপূর্ণার কাছে চলে যান।কিন্তু দীর্ঘ দুদিন না খেয়ে আবার ফিরে আসেন।তবে শোনা যায়, মা অন্নপূর্ণা তাঁকে নিজে হাতে খাবার খাইয়েছিলেন। পরে আবশ্য তিনি তাঁরও দেখা পান। মায়ের আদেশে তিনি ব্রহ্মাণ্ড আলাপ করেন। এমনকি তৎকালীন সমাজে তিনি অনেক অল্প বয়সী কিশোরীকেও দীক্ষা দেন এবং জীবন রক্ষা করেন। তারামায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সন্তান মানুষের আরোগ্যদানের তন্ত্র পুরুষ। লোকশ্রুতি তিনিই বশিষ্ঠ, সেই আদি পূজার মায়ের সন্তান। জীবনের প্রথম দিকে অনেক দারিদ্র্যের মাঝে বেড়ে উঠলেও নাটোরের রাণীর প্রাপ্ত স্বপ্নাদেশে মা বামদেবের খাবারের ব্যবস্থা করেন। তিনি মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে। রাগ অভিমানের অংশী।একবার পূজোর আগেই তিনি মায়ের খাবার খেয়ে ফেলেছিলেন, আর তারপরই তিনি পুরোহিতদের রোষে পড়েন। মা স্বপ্ন দিয়ে বামদেবের প্রথম ভোজনের আদেশ দেন। এরপর থেকে মায়ের নৈবেদ্য আগে বামদেবকে সমর্পণ করা হত। পড়াশুনার প্রতি তাঁর একদমই মতি ছিল না, তাই তো তাঁকে হাজার চেষ্টা করেও সে পথে ব্রতী করানো যায় নি। "ছেলেটি তো অ, আ লেখেনি, সে লিখেছে জয় তারা " জয় তারা ", সবপাতাতেই একই কথা লিখেছে।"বামাচরণের এই মাতৃ আবেদন তাঁকে সাধক বামাদেবে পরিগণিত করেছে। পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে তিনি "হাউড়া" নামে পরিচিত, যার অর্থ হল "নির্বোধ ".মন্দির পরিচালনার কর্মচারী "দূর্গাদাস সরকার " এর পরিচিত কৈলাস বাবাজীর সাথে বামদেবের পরিচয়।তারাপীঠে তিনিই প্রথম কৈলাচার্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর হাতেই ১৩১৮ বাংলার নরলীলায় জনকল্যাণ শুরু হয়।দেবতা ও মানুষ, মানুষ ও পশুতে, জাত ও বেজাতে এবং ঘনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন নি।তবে তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। মুখে যা বলে ফেলতেন সেটাই ঘটে যেত। তারাপীঠের নগেন পাণ্ডা খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর অনুনয়ে বামদেব স্থানীয় জমিদার পূর্ণচন্দ্র সরকারকে রোগমুক্ত করতে যান। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই তিনি বললেন " ও নগেন কাকা, এ শালা তো এখনি ফট"। তারপরি রুগী মারা যায়। এই হলেন বাক্‌সিদ্ধ বামদেব। লোক শ্রুতি বলে একবার মায়ের উপর ক্ষেপে গেলে মা বামদেব কে নিজের স্তন দিয়ে শান্ত করেন। সেই দেবী মাতৃকার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিপুরুষকে আজ শ্রদ্ধা জানাই। সনাতনী ঐতিহ্যে, মা তারার কৃপাধন্য তারাপীঠ প্রণাম।বামদেব তাই শাশ্বত আর যথার্থ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ছেড়ে আনুশকার কাছে কোহলি, কেমন আছেন অভিনেত্রী?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেট দলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। এর মাঝেই সব ছেড়ে গুয়াহাটি থেকে জরুরি বিমানে মুম্বাইয়ে ফিরতে হয় তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে। এরপর থেকে উ
ৎকণ্ঠা অভিনেত্রী আনুশকা শর্মাকে নিয়ে। দিন কয়েক আগে শোনা যায়, দ্বিতীয়বারের মতো মা হতে চলেছেন তিনি। এর মাঝেই কোনো বিপদ হল নাকি আনুশকার? যার ফলে তড়িঘড়ি মুম্বাই ফিরতে হল বিরাট কোহলিকে! অবশেষে অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে কী জানালেন আনুশকা?

জরুরি বিমানে চেপে গুয়াহাটি থেকে মুম্বাইয়ের কোহলির আগমনে অভিনেত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। তবে নিজের ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে গান্ধীজয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাতেই আশ্বস্ত হন আনুশকার অনুরাগীরা। বিয়ের বছর চারেক পরে প্রথমবার সন্তানসম্ভবা হন আনুশকা। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে জন্ম হয় কোহলি ও আনুশকার মেয়ে ভামিকার। মেয়ের জন্মের পর থেকে তাকে বরাবর আগলে রেখেছেন বিরুশকা। এখন প্রায় আড়াই বছর বয়স ভামিকার। গত মাসের শেষ দিক থেকে কানাঘুষো শোনা যায়, ফের সন্তানসম্ভবা অভিনেত্রী। ভামিকার খেলার সঙ্গী নাকি আসতে চলেছে শিগগিরই। সম্প্রতি এক ম্যাটারনিটি ক্লিনিকের বাইরে দেখা যায় আনুশকাকে। এরপর থেকেই জল্পনা ছড়ায় অভিনেত্রীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার। গত কয়েক দিন ধরে ঢিলেঢালা পোশাকেই দেখা যাচ্ছে কোহলিপত্নীকে। ফটোগ্রাফারদের দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের কথা খুব শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন এই তারকা দম্পতি। কিন্তু তার আগে গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইছেন তারা।

কটাক্ষের কড়া জবাব দিলেন বিপাশা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত বছরের নভেম্বরে কন্যাসন্তানের মা হয়েছেন বিপাশা বসু। কন্যার নাম রেখেছেন দেবী। তবে মা হওয়ার পরেও অভিনেত্রীকে কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছিল। নেপথ্যে ছিল তার ওজন বৃদ্ধি। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন 'জিস্ম' খ্যাত অভিনেত্রী।

সম্প্রতি, একটি সংবাদমাধ্যমে মাতৃত্ব প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকার দেন বিপাশা। সঙ্গে ছিলেন তার স্বামী করন সিং গ্রোভার। বিপাশা বলেন, "যারা আমাকে ট্রোল করেন, তাদের বলতে চাই, ট্রোলিং করতে থাকুন। কারণ আমি তাদের পাত্তা দিই না।" এই প্রসঙ্গে করনের উত্তর, "যতক্ষণ তারা দেখছেন, ততক্ষণ ঠিকই আছে।"

মাতৃত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিপাশা তার মনের কথা ব্যক্ত করেন। অভিনেত্রী বলেন, "দেবী আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বাড়ির বাইরে থাকলেও ওর জন্যই দ্রুত ফিরতে চাই। আমার জীবনটাই এখন ওকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।"

এরই সঙ্গে বিপাশা জানান, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেবীর পর নিজেকে রেখেছেন তিনি। আর তৃতীয় স্থানে রেখেছেন স্বামীকে। করন মজা করে বলেন, "আমি তো একজন ভৃত্য। আগে আমার এক জন মনিব ছিল। এখন দু'জন মনিব।"

সম্প্রতি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় মেয়ের এক অসুখের কথা জানান বিপাশা। অভিনেত্রী জানান, দেবীর জন্মের তিন দিন পরে তার হৃদযন্ত্রে দু'টি ছিদ্র ধরা পড়ে। জন্মের পর থেকেই ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট তথা ভিএসডি-তে ভুগছিল সে। মেয়ের এই অসুস্থতার কথা জানার পরই ভেঙে পড়েন বিপাশা ও করন। বিপাশা জানান, মাত্র তিন মাস বয়সেই ওপেন হার্ট সার্জারি করাতে হয়েছিল দেবীর। সম্প্রতি নেহা ধুপিয়ার সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম লাইভ সেশনে কথা বলাকালীনই এই ঘটনার কথা জানান বিপাশা। নিজের ছোট্ট সন্তানের এমন অসুখের কথা বলতে গিয়ে চোখে পানি এসে গিয়েছিল অভিনেত্রীর।

বাবাকে নিয়ে আবেগঘন কথা জানালেন আলিয়া

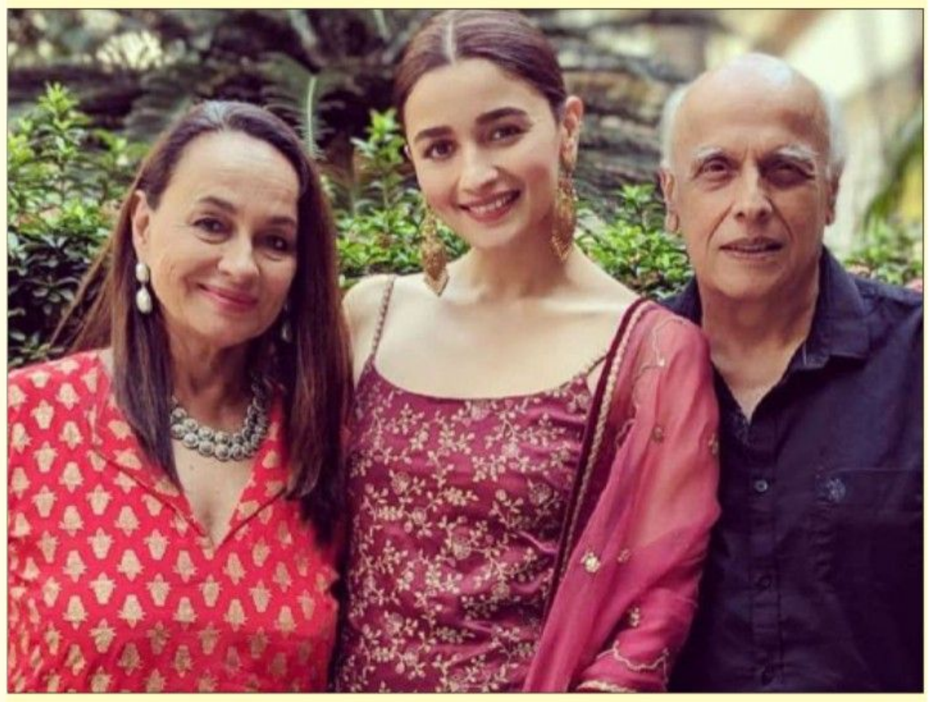

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে বলিউডের পরিচালকদের পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে আলিয়া ভাট। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে নানা কটু কথা শুনতে হয়েছে তাকে। কারো কারো মতে নিজের টেলেন্ট নয় বরং বলিকিড হওয়ায় একের পর এক ছবি পেয়েছে আলিয়া।আলিয়া ভাটের বাবা ও বলিউড পরিচালক মহেশ ভাটের কন্ট্রোভার্সি কম নয়। তবে আলিয়া তার অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে ছিলো।

তবুও বিতর্ক যেন পিছু ছাড়েনা ভাট পরিবারের। ফের পুরোনো এক কন্ট্রোভার্সিতে নাম জড়িয়েছে মহেশ ভাটের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট নিজের শৈশব নিয়ে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারে আলিয়া নিজের শৈশবের কথা বলতে গিয়ে বাবা মহেশের কঠিন সময়ের কথা প্রকাশ করেছেন।

আলিয়া জানান, একটা সময়ে একের পর এক ছবি ফ্লপ হয়েছিল এবং যার কারণে নেশায় আসক্ত হয়েছিলেন তার বাবা। তিনি বলেন, সবাই ভাবেন আমি খুবই সচ্ছল পরিবারে বড় হয়েছি। কিন্তু এমন একটা সময় গেছে যখন বাবার হাতে কোনো টাকা পয়সা ছিল না। বক্সঅফিসেও একটার পর একটা ছবি ফ্লপ হয়েছিল। তখনই নেশায় আসক্ত হয়ে গিয়েছিল বাবা।

অভিনেত্রী বলেন, মদের নেশায় আসক্ত হওয়ার পর সেই নেশা নিজেই কাটিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন বাবা যাতে আমি আর আমার বোন ভালো জীবন পাই।

তার বাবা একা নন, মাকেও কম লড়াই করতে হয়নি। এমনকি স্বজনপোষণ নিয়েও আলিয়াকে কম কথা শুনতে হয়নি। বর্তমানে বলিউডে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া অভিনেত্রীদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন আলিয়া ভাট।

সেলেনার জন্য যা করলেন মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসির খেলা দেখতে এসে রিঅ্যাকশন দিয়ে ভাইরাল হয়েছিলেন মার্কিন গায়িকা সেলেনা গোমেজ। এবার সেই মেসির মুগ্ধতাতেই আবারো বন্দী হয়েছেন এ জনপ্রিয় গায়িকা।

এবার মেসি সেলেনাকে আরো চমকে দিয়েছেন। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপজয়ী মেসি এবার মার্কিন গায়িকার সেলেনা গোমেজ ফাউন্ডেশনে দান করেছেন। মেসি তার একটি সই করা জার্সি সেলেনার ফাউন্ডেশনে দিয়েছেন। চলতি অক্টোবর মাসেই মেসির জার্সিটি নিলামে তোলা হবে।

জানা গেছে, নিলামে মেসির এই জার্সিটির ভিত্তিমূল্য রাখা হয়েছে ৬ হাজার ডলার। অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত চলবে এই নিলাম কার্যক্রম। আয়োজকদের ধারণা, ভিত্তি মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি হবে মেসির জার্সিটি। আর এখান থেকে পাওয়া অর্থ সেলেনা ব্যয় করবেন তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবার পেছনে।

বিশ্বকাপে রশিদ খানদের
মেন্টর হলেন অজয় জাদেজা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের মাটিতে হতে চলেছে এবারোর বিশ্বকাপ। তার আগেই বিশ্বকাপের জন্য আফগানিস্তান শিবিরের মেন্টর হিসাবে যোগ দিলেন ভারতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার অজয় জাদেজা। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে সাফল্যের লক্ষ্যে অজয় জাদেজা আফগান শিবিরকে কতটা সাহায্য করতে পারে সেটাই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন সকলে।

বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে নেমে পড়েছে প্রতিটি দলই। কয়েকদিন আগেই বর্সাপাড়া স্টেডিয়ামে প্রস্তুতি ম্যাচে নেমেছিল আফগানিস্তান। সেখানেই রশিদ খানদের দলের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল অজয় জাদেজাকে। এরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ করার কথা জানানো হয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে। এই নিয়ে তৃতীয়বার ওডিআই বিশ্বকাপের মঞ্চে নামতে চলেছে আফগানিস্তান। ২০১৫ সাল ও ২০১৯ সালে ওডিআই বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা গিয়েছিল দলটিকে। এবারও যে তারা বিশ্বকাপের মঞ্চে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অজয় জাদেজার যোগ দেওয়াটা আফগান শিবিরের অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়াবে বলে মনে করছেন সকলে। ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি কোচিংয়েও অভিজ্ঞতা রয়েছে অজয় জাদেজার। ২০১৫ সালে ঘরোয়া ক্রিকেট দিল্লির কোচের দায়িত্বে ছিলেন অজয় জাদেজা। সেই অভিজ্ঞতা যে আফগানিস্তান শিবিরে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের মেন্টরের পদে যুক্ত হয়েছেন সাবেক ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটার অজয় জাদেজা।

ভারতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলার পাশাপাশি বহু ম্যাচের দুরন্ত ইনিংস দেখিয়েছিলেন অজয় জাদেজা। ১৯৯২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশের জার্সিতে ১৫ টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন অজয় জাদেজা। সেখানেই তাঁর ঝুলিতে রান ছিল ৫৭৬। একইসঙ্গে দেশের জার্সিতে ওডিআই ফর্ম্যাটে ১৯৬টি ম্যাচ খেলেছিলেন অজয় জাদেজা। সেখানই তিনি রান করেছেন ৫৩৫৯। একইসঙ্গে অজয় জাদেজার ঝুলিতে রয়েছে ৩০টি অর্ধশতরান ও ৬টি শতরান। এবার সেই অজয় জাদেজাই নতুন ভূমিকায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে।

সিরাজের বোলিংয়ে মুগ্ধ আমির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আহমেদাবাদে উদ্বোধনী ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। তবে এবারের আসরে শিরোপা জয়ের ফেভারিট হিসেবে স্বাগতিক ভারতকে এগিয়ে রাখছেন অনেকেই।

কারণ ভারতের দুর্দান্ত ব্যাটিং লাইনআপের সঙ্গে আছে অসাধারণ বোলিং ইউনিট। একটা সময় ছিল, ভারতের পেস বোলারদের খুব একটা পাত্তা দিতেন না প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানরা। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। যশপ্রীত বুমরাহ, মোহাম্মদ শামি, মোহাম্মদ সিরাজদের সমন্বয়ে ভালো একটি পেস বোলিং আক্রমণ গড়ে তুলেছে ভারত। বুমরাহকে তো সময়ের অন্যতম সেরা পেসারই বলেন অনেকে। কিন্তু পাকিস্তানের সাবেক পেসার মোহাম্মদ আমির বলছেন অন্য কথা। বুমরাহ'র চেয়ে তিনি ভারতীয় দলে এগিয়ে রাখছেন সিরাজকেই। তাকে ভারতীয় দলের সেরা পেসার মনে করেন পাকিস্তানের এই সাবেক পেসার।

আমির বলেছেন, আমি তাকে (সিরাজ) দেখে সত্যিই মুগ্ধ। সাদা বলের ক্রিকেটে সে যখন আসে, কেউ তাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি বা সেভাবে গোনায় ধরেনি। সাদা বলের ক্রিকেটে সে যেভাবে উন্নতি করেছে এবং পারফরম্যান্স করেছে, সেটা এককথায় বিস্ময়কর আর অসাধারণ। সাদা ও লাল-দুই বলেই সে অসাধারণ।

বিশ্বকাপে গুরুদায়িত্ব পেলেন শচীন টেন্ডুলকার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের 'গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর' বা বৈশ্বিক দূত হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ক্রিকেট বিশ্বের কিংবদন্তি ভারতের সাবেক তারকা ব্যাটার শচীন টেন্ডুলকার।

আগামী ৫ অক্টোবর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে বিশ্ব আসরের ১৩তম আসরের উদ্বোধনী ম্যাচের আগে ট্রফি নিয়ে মাঠে ঢুকবেন তিনি। বিশ্বকাপের উদ্বোধন ঘোষণাও করবেন বিশ্বকাপজয়ী লিটল মাস্টার। ৪ অক্টোবর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শচীনকে 'গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর' করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। ছয়টি বিশ্বকাপ খেলার রেকর্ডের অধিকারী শচীন 'গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর' হওয়ার মর্যাদা পেয়ে বলেছেন, '১৯৮৭ সালে বল বয় হিসেবে শুরু করে ছয়টি আসরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা বিশ্বকাপ সব সময়ই আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জেতাটা আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গর্বের মুহূর্ত।'

আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি করা একমাত্র ক্রিকেটার বলেন, 'ভারতে ছেলেদের ২০২৩ আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তৈরি থাকা স্পেশাল দল ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমিও এই দুর্দান্ত টুর্নামেন্টটির জন্য রোমাঞ্চ নিয়ে অপেক্ষা করছি।'

শচীনের প্রত্যাশা, এবারের বিশ্বকাপ হবে অনুপ্রেরণাদায়ী, 'বিশ্বকাপের মতো বিখ্যাত ইভেন্টগুলো তরুণদের মনে স্বপ্নর বীজ বপন করে। আমি আশা করি, এবারের আসরটিও কমবয়সী মেয়েদের ও ছেলেদের খেলাধুলা বেছে নিতে এবং তাদের দেশের সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিনিধিত্ব করতে অনুপ্রাণিত করবে।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হারের বৃত্তে
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগের ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে হেরেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। হারের সেই ধারা অব্যাহত রইল তুর্কি ক্লাব গ্যালাতসারের বিপক্ষেও। ০৩ অক্টোবর দিবাগত রাতে এরিক টেন হ্যাগের শিষ্যদের হার ৩-২ গোলে। ওল্ড ট্রাফোর্ডে রাসমন্ড হলান্ডের গোলে শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যানচেস্টারের ক্লাবটি। পরে উইলফ্রেড জাহা, মুহাম্মদ কারিম ও মাউরো ইকার্দির গোলে হার বরণ করে তারা। ম্যানচেস্টারের পরের গোলটিও হলান্ডের।

১৭ মিনিটে মার্কাস রাশফোর্ডের অ্যাসিস্ট থেকে করা গোলে স্বাগতিক দলকে এগিয়ে নেন হলান্ড। ২৩ মিনিটে জাহার গোলে সমতায় ফিরে গ্যালাতসারে। সমতায় থাকা অবস্থায় বিরতিতে যায় উভয় দল।

আরও একবার ইউনাইটেডকে লিড এনে দেন হলান্ড। ৬৭ মিনিটে এ গোলটি করেন ড্যানিশ ফুটবলার। পরের দৃশ্যটা শুধুই গ্যালাতসারের। ৭১ মিনিটে আবার সমতায় ফেরে তারা। ৭৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ক্যাসেমিরো।

৭৮ মিনিটে পেনাল্টি মিস করেন ইকার্দি। সেই ইকার্দিই গোল করেন ৩ মিনিট পর। তাতে ৩-২ গোলের জয় নিশ্চিত হয় সফরকারী দলের।

উড়তে থাকা আর্সেনালকে থামালো লাঁসে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত জুলাইয়ে সবশেষ হেরেছিল আর্সেনাল। সেটাও ছিল প্রীতি ম্যাচে। এরপর টানা ১২ ম্যাচ ধরে কোনো হার ছিল না গানার্সদের। সেই ধারা ভাঙল লাঁসে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফরাসি ক্লাবটির বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছে মিকেল আর্তেতার শিষ্যরা।

লাঁসের বিপক্ষে গোল করেছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার গ্যাব্রিয়েল জেসুস। কিন্তু জয় গেছে লাঁসের ঘরে। আর্সেনালের জালে গোল দিয়েছেন আদ্রিয়েন থমাসন ও ইলে ওয়াহি।

লাঁসের মাঠে ১৪ মিনিটে গোল করেন জেসুস। তার গোলের যোগানদাতা বুকায়ো সাকা। ২৫ মিনিটে গোল করে ম্যাচের স্টিয়ারিং হাতে নেয় স্বাগতিক দল, সমতায় থেকেই প্রথমার্ধের বিরতিতে যায় তারা।

৬৯ মিনিটে ইলে ওয়াহি গোল করলে শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত হয় লাঁসের। আগের ম্যাচে সেভিয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছিল তারা। অন্যদিকে আর্সেনাল আগের ম্যাচে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল পিএসভি এইন্দহোভেনকে।

সাকলায়েনকে ছাড়িয়ে
যাওয়ার অপেক্ষায় আফ্রিদি

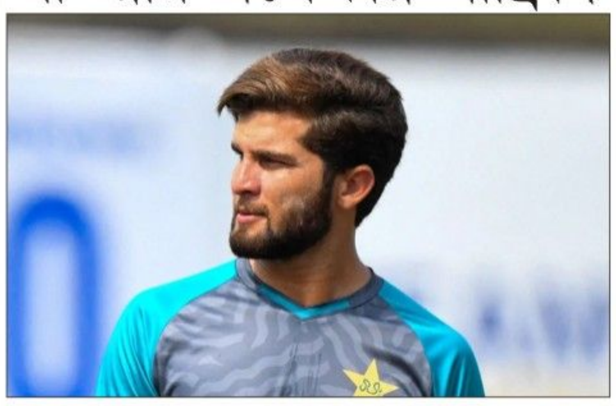

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান পেস বোলিংয়ের নেতা এখন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তবে নাসিম শাহ ছিটকে যাওয়ায় নতুন বলের সঙ্গে পুরনো বলেও আফ্রিদির দিকেই তাকিয়ে থাকবে পাকিস্তান দল। পুরনো বলে অবশ্য এক প্রান্তের দায়িত্বটা হারিস রউফের ওপরই ন্যস্ত থাকবে। বিশ্বকাপে আফ্রিদি নিজেকে রাঙানো মানে পাকিস্তানের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাওয়া। একটি রেকর্ডও এই বাঁহাতি পেসারের পিছু ছুটছে, ওয়ানডেতে পাকিস্তানের হয়ে দ্রুততম ১০০ উইকেট শিকার। এই মুহূর্তে রেকর্ডটি আছে সাকলায়েন মুশতাকের দখলে।

৫৩ ম্যাচ খেলে ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন সাকলায়েন। আফ্রিদি ৪৪ ওয়ানডে খেলে এখন পর্যন্ত শিকার করেছেন ৮৬ উইকেট। বিশ্বকাপ সামনে রেখে এরই মধ্যে পাকিস্তান দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ শেষ করেছে। পাকিস্তান দল বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আগামী ১০ অক্টোবর। হায়দরাবাদে সেদিন বাবর আজমদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা।

বিশ্বকাপ ধামাকা

ধরমশালার স্টেডিয়ামের
মতোই সুন্দর জয়!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এখানকার পিচ-পরিস্থিতি যেন বুঝে ওঠা কঠিন। ধরমশালা স্টেডিয়ামের পিচ এবং এখানকার পরিবেশ সাধারণত পেসারদের সহায়তা করে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নজর কাড়ল বাংলাদেশের স্পিন জুটি। বাঁ হাতি স্পিনার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এবং অফস্পিনার মেহদি হাসান মিরাজ। দ্বিতীয় জনের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স, জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল বাংলাদেশ।

ক্রিকেট মাঠও যে দর্শনীয় স্থান হতে পারে, তার অন্যতম উদাহরণ ধরমশালা স্টেডিয়াম। হিমাচলে কেউ ঘুরতে গেলেও একবার স্টেডিয়াম দর্শন করে আসেন। ক্রিকেটারদের কাছে এই মাঠের গুরুত্বটা তাহলে কেমন হতে পারে, সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এখানকার পিচ-পরিস্থিতি যেন বুঝে ওঠা কঠিন। ধরমশালা স্টেডিয়ামের পিচ এবং এখানকার পরিবেশ সাধারণত পেসারদের সহায়তা করে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নজর কাড়ল বাংলাদেশের স্পিন জুটি। বাঁ হাতি স্পিনার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এবং অফস্পিনার মেহদি হাসান মিরাজ। দ্বিতীয় জনের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স, জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল বাংলাদেশ। তামিম অধ্যায় থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর একটা ধাপ পেরিয়ে গেলেন সাকিবরা। আফগানিস্তানের পাওয়ার হিটিং বিশ্ব ক্রিকেটে অন্যতম চর্চার বিষয়। বিশ্বের নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে আফগান ক্রিকেটারদের দেখা যায়। তেমনই বোলিংয়েও রশিদ খানের পাশাপাশি উঠে এসেছেন অনেকেই। জাতীয় দলের হয়ে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভালো পারফর্মও করে। কিন্তু আফগান টিমের ক্ষেত্রে একটা বিষয় প্রচলিত রয়েছে, ওরা বড় মঞ্চে সাফল্য পায় না। সদ্য এশিয়া কাপই তার অন্যতম উদাহরণ। এ বারের বিশ্বকাপে বাড়তি নজর আফগান টিমের ওপর। শুরুতেই অবশ্য ধাক্কা। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাওয়ার হিটিং শুরুও করেছিল আফগানিস্তান। যা দীর্ঘস্থায়ী হল না। রহমানুল্লা গুরবাজ বিধ্বংসী শুরু করলেও ফিরলেন ৪৭ রানে। তিনি ফিরতেই যাবতীয় দাপট শেষ।

বাংলাদেশের বাঁ হাতি স্পিনার সাকিব আল হাসান ও মেহদি হাসান মিরাজ তিনটি করে উইকেট নেন। অভিজ্ঞ বাঁ হাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমান মাত্র এক উইকেট নিলেও অনবদ্য বোলিং করেন। মাত্র ১৫৬ রানেই আফগান ইনিংসের ইতি। রান তাড়ায় শুরুতেই 'জুনিয়র' তামিমের উইকেট হারায় বাংলাদেশ। লিটন দাসও নজর কাড়তে ব্যর্থ। দুই ওপেনার ফিরতে দায়িত্ব নেন মেহদি হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। দু-জনেই হাফসেঞ্চুরি করেন। মাত্র ৪ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছয় বাংলাদেশ।

স্বাভাবিক খেলা খেললে
ভারতকে থামানো কঠিন : স্টুয়ার্ট ব্রড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের প্রচেষ্টা থাকবে শিরোপা ধরে রাখার। সামান্য ব্যবধানে ২০১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জয় করেছিল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের এবারের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের অংশ না হলেও দলের সামর্থ্যের উপর দারুণ আস্থা রয়েছে স্টুয়ার্ট ব্রডের। তবে এই দলটি নাকি সবচেয়ে বেশী ভয় পায় রোহিত শর্মার ভারতীয় দলকে। ব্রড স্বীকার করেছেন ভারত যদি তাদের আসল খেলাটা খেলে, তাহলে তাদের থামানো খুবই কঠিন হবে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ডেইলি মেইলে প্রকাশিত এক কলামে ব্রড লিখেছেন, 'ইংল্যান্ড যদি শিরোপা অক্ষুন্ন রাখতে চায়, তাহলে সেরা প্রচেষ্টাটাই করতে হবে। তবে ভারত যদি তাদের আসল খেলাটা খেলতে পারে তাহলে তাদের থামানো খুবই কঠিন হবে। জশ বাটলারের দলটি অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং। বড় সংগ্রহ দাঁড় করার ক্ষমতাও আছে। তবে একবার ভারতের কথা ভাবুন। একেতো তারা স্বাগতিক, তার উপর আবার ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষধারী। তাদের প্রতিহত করা খুবই কঠিন হবে। অপরদিকে ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমি কোনো অজুহাত দেখাচ্ছি না। বাস্তবতা হলো তারা কঠিন গ্রুপে পড়েছে।'

টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল নিয়েও ভবিষ্যদ্বানী করেছেন ব্রড। তার মতে ভারতসহ শেষ চারে খেলবে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান। চতুর্থ দল হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে নিউজিল্যান্ডকেই এগিয়ে রেখেছেন তিনি।

৩৭ বছর বয়সী এই ইংলিশ তারকা বলেন, 'অন্য সেমিফাইনালিস্টদের জন্য হুমকি হতে পারে পাকিস্তান। বোলিংয়ে তাদের বিপুল শক্তির পাশাপাশি আছে স্বাভাবিকভাবে উইকেট শিকারের সামর্থ্য। বাবর আজমের মতো খেলোয়াড়ের যেমন উচ্চমানের ব্যাটিং দক্ষতা রয়েছে, তেমনি হারিস রউফ ও শাহিন শাহ আফ্রিদির রয়েছে যে কোন প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দেয়ার সামর্থ্য।'

উপসংহারে ব্রড বলেন, 'আমি অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে নিউজিল্যান্ডকে এগিয়ে রেখেছি, কারণ নিউজিল্যান্ড এই টুর্নামেন্টের একমাত্র দল, যারা একতাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যায়। অপরদিকে, স্টিভ স্মিথের সঙ্গে ডেভিড ওয়ার্নার, প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ককে নিয়ে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া থাকলেও নিউজিল্যান্ড ঠিকই একটি পথ খুঁজে নেবে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR